Automobile Industry Development Policy, 2020 (Draft) এর উপর মতামত প্রেরণ করুন নিম্নের ঠিকানায়:

মোঃ সলিম উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি-১)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ই-মেইল: saspolicy@moind.gov.bd, salimullah1969@gmail.com
মোবাইল: ০১৫৫৭৮৬৩৫৫৭
ফোন (অফিস): ০২-৯৫৫২৫৫৬
ফোন (বাসা): ০২-৯৩৫২৪০০

চলমান---

অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৪
২	সংজ্ঞা	৫
৩	নীতিমালার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫-৬
৪	অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কৌশল	৭-১১
৫	স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদন	১২
৬	পরিবেশ-বান্ধব যানবাহন উৎপাদন বৃদ্ধি	১৩
৭	নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৪-১৭
৮	উপসংহার	১৭
৯	সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা	১৮-২১

শব্দ সংক্ষেপ

এসিএএমএ(ACAMA) = অটোমোবাইল কম্পোনেন্টস এন্ড এক্সেসরিস ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশন

বিএএএমএ (BAAMA) = বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারালর্স এসোসিয়েশন

বারভিডা(BARVIDA) = বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টাস এন্ড ডিলারস এসোসিয়েশন

বিআইডব্লিউ(BIW) = বডি ইন হোয়াইট

বিআরটিএ(BRTA) = বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

বিএসইসি (BSEC) = বাংলাদেশ ষ্টীল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন

সিবিইউ(CBU) = কমপ্লিট বিল্টআপ ইউনিট

সিআইটি(CIT) = করপোরেট ইনকাম ট্যাক্স

সিকেডি (CKD) = কমপ্লিট নকড ডাইন

সিভিএম(CVM) = কর্মাশিয়াল ভেহিকল ম্যানুফেকচারালর্স

ইভি(EV) = এনার্জি এফিসিয়েন্ট

ইইভি(EEV) = এনার্জি এফিশিয়েন্ট ভেহিকল

এইচভি(HV) = হাইব্রিড ভেহিকল

আইসিই(ICE) = ইন্টার্নাল কমবাশ্চন ইঞ্জিন

এলসিভি(LCV) = লাইট কর্মাশিয়াল ভেহিকল

এমইউভি(MUV) = মাল্টি-পারপাস ইউটিলিটি ভেহিকল

এনএসডিএ(NSDA) = ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

ওইএম(OEM) = অরিজিনাল ইক্যুয়িপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স

পিপিভি(PPV) = পিক আপ বেজ ভেহিকল

এসকেডি(SKD) = সেমি নকড ডাউন

এসপিভি(SPV) = স্পেশাল পারপাস ভেহিকল

এসইউভি(SUV) = স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল

অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০

১.০ ভূমিকাঃ

১.১ বর্তমানে পৃথিবীর দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩% এবং সে অনুসারে বিশ্বের দ্রুততম উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এর অবস্থান হচ্ছে সপ্তম। ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩% এবং সে হিসেবে বিশ্বের দ্রুততম উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এর অবস্থান হচ্ছে সপ্তম। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী এ দেশে শিল্প উৎপাদনের সূচক বেড়েছে ১০% এরও বেশি (বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্ট, ২০১৮)। গত দু দশক ধরে অটোমোবাইল শিল্পকে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্পখাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রতি বছর এ খাতে দৃশ্যমান প্রবৃদ্ধি ঘটছে এবং জাতীয় আয়ে এ খাত যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। এ শিল্প বর্তমানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমূহ গ্রহণ ও প্রয়োগ করে, মানব-সম্পদ এবং সরবরাহ চেইন উন্নয়ন করে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমশ অধিকতর উৎপাদনশীলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বিশ্বের সরবরাহ চেইনের অন্যতম অংশরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অটোমোবাইল শিল্পের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

১.২ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন অটোমোবাইল এর চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশকে বেগবান করার লক্ষ্যে সঠিক কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও বর্তমানে অটোমোবাইল শিল্প বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমনঃ উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমূল্য, সবোর্চ্চ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের অভাব; প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তহবিলের অভাব, দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির সীমিত সুযোগ, যথাযথ গবেষণা ও উন্নয়নের অভাব এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সুযোগের অভাব; বিশ্ববাজারের সাথে স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের কার্যক্রমের মানের বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ ব্যবস্থার অভাব ও বিশ্ববাজার উপযোগী মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার অভাব। এসব বাধা মোকাবেলার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী একটি অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন যা বাংলাদেশে অটোমোবাইল শিল্পের ধারাবাহিক উন্নয়নের একটি স্পষ্ট দিক নির্দেশনা করবে।

১.৩ একটি গাড়ির ডিজাইন, উৎপাদন প্রযুক্তি, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম, ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার, পরীক্ষা এবং সেবাসহ অটোমোবাইল সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও দিক নির্দেশনাসহ একটি অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অটোমোবাইল খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার এ খাতের টেক্সই বিকাশে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করেছে। এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১.৩.১ আন্তর্জাতিক মান ও কর্মপদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি নতুন আংগিকে এ শিল্পের পুনর্গঠন;
১.৩.২ বর্তমান বিনিয়োগসমূহকে সমন্বিতকরণ ও নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য একটি সক্ষম ও বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি;
১.৩.৩ দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের জন্য বিনিয়োগকারিদের উৎসাহিতকরণ;
১.৩.৪ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের নিকট প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য সরবরাহ;
১.৩.৫ অটোমোবাইল শিল্প এবং এর সহযোগী বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং
১.৩.৬ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার্থে দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়ঃ

২.১ অটোমোবাইলঃ আংশিকভাবে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত কোনো যানবাহনসহ রাস্তায় চালিত অন্য যে কোনো ধরনের কর্তৃক অটোমোবাইল হিসাবে গণ্য হবে।

২.২ সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত গাড়ি (**Complete Built Up**): সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত গাড়ি (সিবিইউ) বলতে অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানিকৃত পুরোপুরি যন্ত্রপাতি সংযোজিত গাড়ীর একটি সম্পূর্ণ ইউনিট। উল্লেখ্য, সিবিইউ সংজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক ভেটিংকৃত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

২.৩ এসকেডি (**Semi knocked Down**): বডি ইন হোয়াইট (**BIW**) পর্যায়ে অটোমোবাইলের কাঠামো নির্মাণের জন্য স্থানীয়ভাবে সংযোজনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন একক যন্ত্রাংশসমূহের সরবরাহ। উল্লেখ্য, এসকেডি সংজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক ভেটিংকৃত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

২.৩ সিকেডি (Complete knocked Down): একটি অটোমোবাইলের জন্য সরবরাহকৃত বিযুক্ত যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রাংশ সামগ্রী। এ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশসমূহের সংযোজন এবং পেইনটিংয়ের প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, সিকেডি সংজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক ভেটিংকৃত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

২.৪ ওইএম (Original Equipment Manufacturer): যানবাহনের যন্ত্রাংশ সামগ্রীর মূল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

২.৫ করঃ বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে আরোপিত কর।

২.৬ এনার্জি এফিশিয়েন্ট ভেহিকেল (ইইভি): জ্বালানি-সাশ্রয়ী ইন্টার্নাল কমবাশন ইঞ্জিনযুক্ত (ICE) যানবাহনাদি, হাইব্রিড (HVs) যানবাহনাদি, বৈদ্যুতিক যানবাহনাদি এবং বিকল্প জ্বালানি যেমন সিএনজি, এলপিজি, বায়োডিজেল, ইথানল, হাইড্রোজেন ফুয়েল চালিত যানবাহন। যে সকল যানবাহন একটি বিশেষ নির্ধারিত স্তরে কার্বন-নির্গমণ এবং জ্বালানি ব্যয়ের শর্ত পরিপূরণ করতে পারে সেসব যানবাহনকে ইইভি বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

নীতিমালার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.১. রুপকল্প (ভিশন):

৩.১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করা।

৩.২ মিশনঃ

৩.২.১ ২০৩০ সালের মধ্যে একটি আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক এবং টেকসই দেশীয় সরবরাহ চেইন সম্বলিত নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশীয় অটোমোবাইল এবং অটোপার্টস শিল্প উৎপাদনের শক্তিশালী **ভিত** গড়ে তোলাঃ

ক) নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ;

খ) যুক্তিসঙ্গত শুল্ক (**Tariff rationalization**) পদ্ধতির প্রচলন;

গ) যুক্তিসঙ্গত আমদানি নীতি অবলম্বন;

ঘ) গুণগত মান, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন ও পরিবেশ সম্মত অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো গড়ে তোলা;

ঙ) ভোক্তা স্বার্থ নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) বাংলাদেশ অটোমোবাইল ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

৩.১.৩ লক্ষ্যঃ

এ নীতিমালায় অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নিম্নোক্ত লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস নেয়া হয়েছেঃ

৩.১.৩.১ অটোমোবাইল উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি এবং কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি

৩.১.৩.২ ওইএম/(OEM) কারখানা স্থাপন ও কম্পোন্যান্টস উৎপাদনে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশে টিআর- ১ সাপ্লাইয়ার নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৩.৩ উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শিল্প-বান্ধব আমদানি শুল্ক নির্ধারন;

৩.১.৩.৪ দেশীয় উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নিঃসরণ মানদন্ড (emission standard) নির্ধারণ;

৩.১.৩.৫ সেইফটি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নে রোডম্যাপ তৈরী এবং স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পদ্ধতি নির্ধারণ;

৩.১.৩.৬ বিদ্যমান যানবাহনসমুহের ইন্সপেকশন ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা জোরদার করণ;

৩.১.৩.৭ বাজারে প্রবেশ সহজসাধ্য করার জন্য ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) স্বাক্ষরকরণ;

৩.১.৩.৮ স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য কর এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদান;

৩.১.৩.৯ অটোমোবাইল শিল্পের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.১.৪ উদ্দেশ্যঃ

সামগ্রিকভাবে এ নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো অটোমোবাইল, অটো-যন্ত্রাংশসমূহ উৎপাদন ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের লক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ দেশীয় শিল্পকে বিকশিত করা। অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহ নিম্নরুপঃ

৩.১.৫ মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি

স্থানীয় অটোমোবাইল উৎপাদনকারীদের **OEM** মান ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিজেদের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা। যাতে আন্তর্জাতিক ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের যৌথ বিনিয়োগ সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সাশ্রয়ী মূল্যে বাংলাদেশে সুপরিচিত ব্র্যান্ড ও মডেলের গাড়ি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.১.৬ জিডিপিতে অবদান বৃদ্ধি

বাংলাদেশে অটোমোবাইল শিল্পের স্থানীয় চাহিদা সৃষ্টির পাশাপাশি দেশজ উৎপাদিত অটোমোবাইল পণ্য সামগ্রীর রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যাতে ২০৩০ সাল নাগাদ এ খাত জিডিপিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.১.৭ বাজার সম্প্রসারণ

অটোমোবাইল শিল্পে আমদানিকৃত পণ্যের স্থলে আনুপাতিক হারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য প্রতিস্থাপন বৃদ্ধি এবং সার্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের বাজারে অধিক হারে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী করা।

৩.১.৮ দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি

একটি গতিশীল দক্ষ ইকো-সিস্টেম গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উৎপাদনশীলতার অনন্য কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। দক্ষতার গুণগত ও পরিমানগত মান বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা যাতে এ দশকের মধ্যেই অটোমোবাইল খাতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা যায়।

৩.১.৯ উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি

স্থানীয় ডিজাইন তৈরী ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলাকৌশলে উৎকর্ষতা অর্জনে অটোমোবাইল খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান যাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে এদেশে যান চলাচল ব্যবস্থা আরও আরামদায়ক, নিরাপদ এবং উন্নত করা যায়।

৩.১.১০ স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন শিল্পের বিকাশ

অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যথাক্রমে উৎপাদক, বিক্রেতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সমিতির মধ্যে সার্বিক সমন্বয় ও অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষনের মাধ্যমে এ খাতের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, কারিগরি কলাকৌশল অর্জন, প্রতিভা সংরক্ষণ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে।

চতুর্থ অধ্যায়

অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কৌশল

৪.১ কৌশল ১: স্থানীয় পর্যায়ে অটোমোবাইল উৎপাদন কারখানা স্থাপন ও উন্নয়ন

৪.১.১ সরকার স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক অটোমোবাইল (বাস, ট্রাক, এবং মিনি বাস) ও প্যাসেঞ্জার অটোমোবাইল (সেলুন, স্টেশন ওয়াগন, স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিক্যাল) উৎপাদনকে নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদান করবেঃ

৪.১.১.১ স্থানীয় যানবাহন উৎপাদনে ক্রমশ উন্নত ধাপে উত্তরনের ভিত্তিতে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে। এ প্রণোদনার পরিমাণ স্থানীয় মূল্য সংযোজন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রা, দক্ষতার মানোন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, স্থানীয় উৎপাদন ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ, স্থানীয় পার্টস উৎপাদনকারী শিল্প কারখানাসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করবে।

৪.১.১.২ দেশে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ প্রস্তুতে নিয়োজিত স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান সফলতা নিশ্চিতকরণে ও তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য ফেইজড ইনকিউবেশন পদ্ধতি (Phased Incubation Approach) গ্রহণ করা হবে।

৪.১.১.৩ সিকেডি (CKD) উৎপাদন পর্যায় থেকে বৃহত্তর স্থানীয় পর্যায়ের উৎপাদন (Localization Stage)- এ দ্রুত উত্তরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪.১.২ অটোমোবাইল শিল্পের চাহিদা, উত্তরোত্তোর উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ যাতে আন্তর্জাতিকভাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত না হয় সে জন্য সরকার আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রণোদনা কাঠামো নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করবে। এ পর্যালোচনায় -

৪.১.২.১ আমদানি শুল্ক এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যা শুধুমাত্র এসেম্বলিং কারখানাকে অপ্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে প্রকৃত স্থানীয় পর্যায়ের উৎপাদন (Localization Stage) কারখানার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক, ভারসাম্যপূর্ণ উন্মুক্ত ব্যবসায় সহজে অবরোহন, অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি এবং দেশীয় ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

৪.১.২.২ অটোমোবাইল শিল্পের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ উৎপাদনকারীদের সাথে স্থানীয় এসএমই কারখানার সাব-কন্ট্রাকটিংকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদানে সরকার নিয়মিত কর কাঠামো পর্যালোচনা করবে।

৪.১.২.৩ বাউন্ড রেট ভুক্ত আইটেম যথা বাস, ট্রাক, ট্রাকটর, সিবিইউ (CBU) গাড়ি এবং অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদন ইত্যাদি খাতের দেশীয় শিল্প কারখানাসমুহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে সরকার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে।

৪.১.২.৪ ডাম্পিং (Dumping) এবং অসাধু ব্যবসা (Unfair Trade Practice) প্রতিরোধে এন্টি-ডাম্পিং কর আরোপসহ যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.২ কৌশল ২: অটোমোবাইল শিল্প খাতের বাজার উন্নয়ন

৪.২.১ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই একটি মানসম্মত অবস্থান অর্জন এবং অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভের জন্য সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেঃ

৪.২.১.১ সরকারী ব্যয়ে অটোমোবাইল ও আনুসংগিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেইড ইন বাংলাদেশ (Made in Bangladesh) লোগোযুক্ত পণ্য সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে;

৪.২.১.২ বাংলাদেশে তৈরী নতুন যানবাহনের বাজার সম্প্রসারণে সরকার প্রগ্রেসিভ লিজিং পলিসি (Progressive Leasing Policy) প্রথা অনুসরন করবে

৪.২.১.৩ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যানবাহন ও আমদানিকৃত সিবিইউ যানবাহনের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চিত করার জন্য মাইক্রোডট প্রযুক্তিভিত্তিক প্রুফ মার্কিং, কোডিং প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহন করা হবে;

৪.২.১.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের বাজার উন্নয়ন ও প্রসারে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের রুলস অব অরিজিনে সংগতি আনয়ন এবং নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের আঞ্চলিক বাণিজ্য সংঘ (রিজিয়নাল ট্রেডিং ব্লক) এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় আলোচনা (Negotiation) জোরদার করা হবে।

৪.৩ কৌশল ৩: স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ/ কম্পোনেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রসার

৪.৩.১ সরকার, এসেম্বলার্স এবং মূল যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারীগণকে (OEM) নিম্নোক্তভাবে স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন শিল্পের অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করবেঃ

৪.৩.১.১ স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সহযোগিতায় যানবাহন তৈরী ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট যেসব যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব এমন যন্ত্রাংশের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

৪.৩.১.২ ওইএম (OEM) এর গুণগত মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চ মানসম্মত যন্ত্রাংশ উৎপাদনে দক্ষতা অর্জনে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪.৩.১.৩ যেসব সিকেডি অটোমোবাইল উৎপাদনকারী কারখানায় নিজস্ব পেইন্ট শপ থাকবে সেসব কারখানা যে সকল কারখানায় নিজস্ব পেইন্ট শপ নেই তাদের চেয়ে বেশী শুল্ক সুবিধা পাবে।

৪.৩.১.৪ অটোমোবাইল উৎপাদনখাতে বিনিয়োগের ওপর ভিত্তি করে আকর্ষণীয় পরিমাণ কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হবে। আকর্ষণীয় কর অব্যাহতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনে প্রতিযোগিতাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ ও স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং রপ্তানী বৃদ্ধি সহায়ক কারখানার প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৪.৩.১.৫ ব্যয় সাশ্রয়ী আরামদায়ক প্যাসেঞ্জার কার, থ্রি-হুইলারস, বাস, ট্রাক, ট্রাক্টর, অন্যান্য বাণিজ্যিক যানবাহন, এমবুল্যান্স এবং এর যন্ত্রাংশসমূহের উৎপাদন ও এসেম্বলিং কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং সেসব ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৪.৩.১.৬ আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী কারখানাসমুহ বিভিন্ন ধরণের ব্যাংকিং সুবিধা প্রাপ্ত হবে এবং তাদেরকে ৭-৮ বছরের কর অব্যাহতি সুযোগ দেয়া হবে।

৪.৩.১.৭ যে সকল ক্রেতা স্থানীয়ভাবে সংযোজিত অথবা উৎপাদিত যানবাহন ক্রয় করবে তাদেরকে মেইড ইন বাংলাদেশ (Made in Bangladesh) পণ্যের মূল্যমানের ওপর একটি নির্ধারিত হারে আয়কর রেয়াত দেয়া হবে।

৪.৩.১.৮ দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত সিকেডি/এসেম্বলিং যানবাহন রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৫% নগদ প্রণোদনা (cash Incentive) দেওয়া হবে।

৪.৩.১.৯ কোন বিদেশি উৎপাদনকারী স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলে তাকে লভ্যাংশ পূর্ণ প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

৪.৪ কৌশল ৪: প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনা

৪.৪.১ এ নীতিমালাটি দেশের অটোমোবাইল উৎপাদন শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি অর্থায়নের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার এবং ব্যয় সাশ্রয়ী উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন (Economy of Scale of Production) ও পণ্য বৈচিত্র্য আনয়নের মাধ্যমে স্থানীয় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ ও অবস্থান সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৪.৪.২ স্থানীয় অবদান সম্পর্কিত নির্দেশনাঃ

উৎপাদনকারীগণ বর্ধিত মূল্য সংযোজনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আরোপ করবেন। আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য স্থানীয় উৎপাদককে নিম্নোক্ত প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

৪.৪.২.১ স্থানীয় অবদান হারঃ-

যানবাহনের ধরন	কার্যকাল				
	প্রথম বছর	তৃতীয় বছর	পঞ্চম বছর	অষ্টম বছর	দশম বছর
থ্রি হুইলার	১০%	২০%	৩০%	৪০%	৫০%
প্যাসেঞ্জার ভেহিকল	১০%	১৫%	২০%	২৫%	৩০%
LCV/MUV	১০%	১৫%	২০%	২৫%	৩০%
বাস	১০%	২০%	২৫%	৩৫%	৪০%
ট্রাক	১০%	২০%	২৫%	৩৫%	৪০%

৪.৪.৩ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অধিকতর মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবেঃ

৪.৪.৩.১ অধিকতর স্থানীয় উৎপাদনে (Localization) অবদান

৪.৪.৩.২ বিশ্বব্যাপী দামের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যোগ্যতা সৃষ্টি

৪.৪.৩.৩ দেশে OEM ও Parts Supplier কে নিরবিচ্ছিন্ন পণ্য যোগানে অধিকতর সহায়তাকারী

৪.৪.৩.৪ দীর্ঘমেয়াদী (১০ বৎসর ব্যাপী) প্রগতিশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফলতা

৪.৪.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পকে আরো টেকসই করতে সক্ষম এমন পিকআপ ট্রাক, বাস, MUV, SPV, PPV (Pick up base Vehicle), SUV থ্রি হুইলার অটো-রিক্সা, প্যাসেঞ্জার কার, ইকো কার, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল ইত্যাদি খাতে স্থানীয় উৎপাদনে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৪.৪.৫ রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবসা পরিচালনা ও স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সহায়তাকরনের সুবিধার্থে একটি রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রস্তুত করা হবে।

৪.৪.৬ 3R (reduce, reuse, recycle) এর ভিত্তিতে দেশে অটোমোবাইল স্ক্র্যাপিং পলিসি প্রণয়ন করা হবে, যা যানবাহনের মেয়াদ (End of Life) ও যানবাহন পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করবে।

৪.৫ কৌশল-৫: যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ও পরিদর্শন পদ্ধতি (ফিটনেস টেস্ট) শক্তিশালীকরণঃ

৪.৫.১ একটি সম্ভাবনাময় অটোমোবাইল উৎপাদন-বান্ধব আবহাওয়া গড়ে তোলার জন্য সরকার নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করবেঃ

৪.৫.১.১ নিবন্ধনকৃত যানবাহন, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ও পরিবেশ-বান্ধব যানবাহনসমুহের রাস্তায় চলার উপযুক্ততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান মোটরযান আইন এবং নিরাপত্তা, মান এবং নিঃসরণ বিষয়ক বিধিমালা সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করা হবে।

৪.৫.১.২ বিআরটিএ বা তার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যানবাহন পরিদর্শন পদ্ধতি শক্তিশালী করা হবে, যাতে যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষাকালীন এর গুণগত মান, নিরাপত্তা, উৎকর্ষতা এবং নিঃসরণ স্তর ইত্যাদি নির্ধারিত মানদন্ড পরিপূরণ করে কি না তা যথাযথভাবে যাচাই করা যায়। বিআরটিএকে এ বিষয়ে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.৬ কৌশল ৬: গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রগতি সাধন এবং ডিজাইন/টেস্টিং- সুবিধার উন্নয়ন

৪.৬.১ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত যানবাহন এর নিরাপত্তা, ডিজাইন, সর্বোচ্চ উৎপাদন-কার্য ক্ষমতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৪.৬.২ সরকার প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সমন্বয়ে সাধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে যানবাহনের পরীক্ষা ও সনদ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে।

৪.৬.৩ উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে অটোমোবাইল শিল্পের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রসার ঘটাবে।

৪.৬.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহকে তাদের সমুদয় বার্ষিক আয়ের ১% গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করলে শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ রিবেট সুবিধা প্রদান করা হবে। এ সুবিধা নিজেদের গবেষণা ও উন্নয়ন উইং বা কোন দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের গবেষনা কার্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যয় হলেও প্রাপ্য হবে। নিম্ন-নিঃসরণ প্রযুক্তি (Low Emission Technology) বা বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারজনিত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষনার ক্ষেত্রেও এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে। ইইভির জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি, পাওয়ার চার্জিং স্টেশন, নিঃসরণের নিম্ন হার ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালনা খাতে বছরে মোট বাৎসরিক টার্নওভারের ১% ব্যয় করলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কর মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৪.৬.৫ সরকার স্বয়ংসম্পুর্ণ অটো-ডিজাইন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের কর সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করবে।

৪.৬.৬ বাণিজ্যিকভাবে টেকসই প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত গাড়ি উৎপাদনের উপাদান, ব্যাটারি বা চার্জিং স্টেশন স্থাপনজনিত বিনিয়োগকে সরকার উৎসাহিত করবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি আহরণের সুবিধার্থে একটি 'প্রযুক্তি আহরণ তহবিল' গঠন করা হবে।

৪.৭ কৌশল ৭: অটোমোবাইলের গুণগত মান নির্ণয় ও কার্যকরকরণ পদ্ধতি (নিরাপত্তা, উৎকর্ষতা, নিঃসরণ ইত্যাদি)

৫.৭.১ বিভিন্ন উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোটরযানের মধ্যে গুণগত ও মানজনিত কর্মক্ষমতাভিত্তিক পরীক্ষা সম্পাদন ও সমন্বয় সাধনে আন্তর্জাতিক সর্ব গ্রাহ্য আইন, বিধি-বিধান ও চুক্তি অনুসরন করা হবে। বাংলাদেশ নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিধি বিধান এবং মানদন্ড কার্যকর করবেঃ

৪.৭.২ অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন সাধনকল্পে মোটরযানের সাথে সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি বিধান, মানদন্ড এবং নীতিমালাকে সমর্থন করে এরূপ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলোঃ

৪.৭.২.১ বর্তমানে অটোমোবাইল শিল্পের বিদ্যমান মান বা বিধানসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক আইন-কানুনে ও মানদন্ডের সাথে কোন পার্থক্য বা শূন্যতা রয়েছে কি না তা চিহ্নিত করা এবং সেসব বিষয় দেশীয় মান, আইন, বিধি বিধানে অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক গ্রহন যোগ্যতা বৃদ্ধি করা;

৪.৭.২.২ বর্তমান আইন-কানুন বাস্তবায়নে যে সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের উপযুক্ত কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা;

৪.৭.২.৩ সিকেডি-এর সংজ্ঞাসহ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানদন্ড প্রণয়ন করা হবে। এ মান দন্ড এ অঞ্চলে ব্র্যান্ড তৈরীতে একটি যৌক্তিকতা আনতে সাহায্য করবে, যার ফলে উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যয় হ্রাস পাবে। এ মান দন্ড আঞ্চলিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং নিয়মিত পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন পদ্ধতি উন্ননয়ের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৪.৭.২.৪ অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়নে বিক্রয়োত্তর সেবা পদ্ধতির মানদন্ড প্রণয়ন করা হবে যাতে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানে প্রশিক্ষণ, মেরামত ও মেইন্ট্যানেন্স, গ্যারেজ অনুমোদিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের এক্রিডিটেশন ও লাইসেন্স প্রদানের বিধিবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে।

৪.৮ কৌশল ৮: অটোমোবাইল শিল্পের মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.৮.১ শিল্পোন্নয়ন উপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ পাঠ্যসুচি হাল নাগাদ করা হবে। বিদ্যমান পাঠ্যসূচির সম্পুর্ণতাসমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা চাহিদার সাথে মিল রেখে চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ পাঠ্যসুচির প্রচলন করা হবে।

৪.৮.২ জাতীয় কারিগরি এবং ভোকেশনাল কারিকুলামে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্তিতে অটোমোবাইল শিল্প প্রতিষ্ঠান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে একত্রে কাজ করবে।

৪.৮.৩ সরকার শিল্প মালিকদের সহযোগিতা নিয়ে আধুনিক অটোমেটিভ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে যেখানে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংযোগকারী ও উৎপাদনকারীদের চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে।

৪.৮.৪ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পে শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করবে ও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ এবং NSDA- এর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে যাতে এ শিল্পে মানসম্মত গ্রাজুয়েট কর্মীর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অটুট থাকে।

৪.৮.৫ স্থানীয় অটোমোবাইল শিল্পের কার্যকর উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি অটো পার্টস উৎপাদন উন্নয়ন ফান্ড (Auto Parts Development Fund) গঠন করা হবে, যার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবেঃ

৪.৮.৫.১ বিভিন্ন অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহকে সহযোগিতার জন্য অটোমেটিভ বিশেষজ্ঞ সরবরাহ; কম্পোনেন্যান্টস ও স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনজনিত টেকনলজির উন্নয়ন; লিন প্রডাকশন সিস্টেম প্রচলন; নেতৃত্ব প্রদানজনিত; দক্ষতার উন্নয়ন; ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন; প্রকৌশল দক্ষতা উন্নয়ন; গুণগত মান উন্নয়ন; নকশা প্রণয়ণ জনিত দক্ষতা উন্নয়ন এবং কস্ট-ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন।

৪.৯.১ কৌশল ৯: বিনিয়োগ উন্নয়ন/ব্যবসা পরিবেশ

৪.৯.১.১ এ নীতিমালার আওতায় এ শিল্পে বিনিয়োগকারীদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা হবেঃ

৪.৯.১.২ ক্যাটাগরি-এঃ গ্রীনফিল্ড বিনিয়োগ

গ্রীনফিল্ড বিনিয়োগ হলো একজন বিনিয়োগকারী কতৃক নতুন অটোমোবাইল সংযোজন বা উৎপাদন কারখানা স্থাপনকরণ যা ইতোপুর্বে বাংলাদেশে ছিল না।

৪.৯.১.৩ ক্যাটাগরি-বিঃ ব্রাউন ফিল্ড বিনিয়োগ

ব্রাউন ফিল্ড বিনিয়োগ হলো বর্তমানে চালু অথবা ইতোপুর্বে চালু হলেও কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু করা হয়েছে এমন অটোমোবাইল সংযোজন বা উৎপাদন কারখানা। স্বতন্ত্রভাবে মূল মালিকগণ এটি চালু করতে পারে অথবা নতুন

বিনিয়োগকারী নিয়ে বা বিদেশী বিনিয়োগকারীর সাথে চুক্তির মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে কিংবা কোনো একক বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানটি কিনে নিয়ে সেটি চালু করলেও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪.৯.১.৪ ক্যাটাগরি-সিঃ অটোমোবাইল পার্টস বা এক্সেসরিস উৎপাদনকারী গ্রীন ফিল্ড বিনিয়োগ।

ক্যাটাগরী-১ এবং ক্যাটাগরী-২ ভুক্ত অটোমোবাইল শিল্প কারখানায় স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত অটো পার্টস ও কম্পোন্যান্ট সরবরাহ করার লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন জনিত বিনিয়োগ অটোমোবাইল পার্টস বা এক্সেসরিস উৎপাদনকারী গ্রীন ফিল্ড বিনিয়োগ মর্মে গণ্য হবে। কোনো বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে এককভাবে অথবা বিদেশি অটো পার্টস ও কম্পোন্যান্ট নির্মাতাদের সাথে যৌথভাবে বিনিয়োগ করলেও প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্য হবে। ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন এবং সাসপেনশনের মত জটিল যন্ত্রাংশ, যা আগে বাংলাদেশে কোনো ওইএম-এর জন্য তৈরি হয়নি, সেসব যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

৪.৯.২ বিশেষ প্রণোদনা

৪.৯.২.০ <u>সিকেডি কার্যক্রম</u>

সিকেডি কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে বিশেষ প্রণোদনা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে সিকেডি কারখানা স্থাপনের প্রাক্কালে সেমি নকড ডাউন (এসকেডি) কারখানা স্থাপন দিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারবে। তবে এ সময়ে সিকেডি কারখানার কোন প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

৪.৯.২.১ <u>সিকেডি কারখানা স্থাপনে প্রণোদনা</u>

৪.৯.২.১.১ ক্যাটাগরি-এ বিনিয়োগকারীগণ এ শিল্পে বিনিয়োগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০-এ বর্ণিত সুবিধার অনুরূপ যাবতীয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন যেমন ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানী, প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট আমদানী এবং টুলিং ইকুইপমেন্ট আহরন ইত্যাদি ছাড়াও টেষ্টিং ইকুইপমেন্ট ফিটনেস ইকুইপমেন্ট, ডাই, মোলড, জিগ এবং ফিক্সার আমদানির ক্ষেত্রে ১০০% শুল্ক ও কর মওকুফজনিত সুবিধা প্রদান করা হবে।তবে এ সুবিধা একবারের জন্য দেয়া হবে।

৪.৯.২.১.২ একজন ক্যাটাগরি-এ বিনিয়োগকারী গ্রাউন্ড-ব্রেকিংয়ের পর বাজার পরীক্ষার জন্য সিবিইউ আকারে একই মডেলের সর্বোচ্চ ২০টি গাড়ি বর্তমানে প্রচলিত শুল্কের চেয়ে ২৫% কম শুল্ক প্রদান করে আমদানি করতে পারবেন।

৪.৯.৩ ক্যাটাগরি-বি বিনিয়োগকারীগণ নিম্নলিখিত প্রণোদনা প্রাপ্য হবেনঃ

৪.৯.৩.১ ৮০০ সিসি থেকে তদুর্ধ সিসির প্যাসেঞ্জার ভেহিকল এবং LCV -এর ক্ষেত্রে নন-লোকালাইজড এবং লোকালাইজড যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য যথাক্রমে সর্বমোট ২৫% এবং ১০% শুল্ক প্রদান করতে হবে। এ সুবিধা পাঁচ বছরের জন্য বিদ্যমান থাকবে।

৪.৯.৩.২ বাণিজ্যিক যানবাহন যথাক্রমে বাস, ট্রাক, ট্রাকটর, অটো রিক্সা এবং প্রাইম মূভারের ক্ষেত্রে ১০০% নন-লোকালাইজড যন্ত্রাংশ ৪ বছর পর্যন্ত প্রচলিত শুল্ক ও কর প্রদানের মাধ্যমে আমদানি করা যাবে।

৪.৯.৩.৩ টুলিং ইকুইপমেন্ট যেমন ডাই, মোলড, জিগফিক্সার এবং যানবাহন উৎপাদন, টেষ্টিং ইকুইপমেন্ট ফিটনেস ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে ১০০% শুল্ক ও কর মওকুফ করা হবে। এ সুবিধা একবারের জন্য দেয়া হবে।

৪.৯.৩.৪ ক্যাটাগরি-সি বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০১০-এ বর্ণিত প্রদেয় সকল সুযোগ-সুবিধাই প্রাপ্ত হবেন।

৪.৯.৪ যোগ্যতা নির্ণায়ক

একজন বিনিয়োগকারীকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এ নিবন্ধিত হতে হবে। বিডা এ নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ আবেদনকারী কারখানার শ্রেণি নির্ধারণ করবে এবং সন্তুষ্ট হলে কোম্পানির নিবন্ধন করবে ও তা শিল্প মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করবে।

৪.৯.৫ প্রণোদনা প্রত্যাহার

অনুমোদিত বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয় সংঘটিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় প্রণোদনা প্রত্যাহার করা যাবে। এরূপ ব্যত্যয়জনিত সংবাদ প্রাপ্তির পর শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং যথাযথ তদন্তে উল্লেখযোগ্য ব্যত্যয় সংঘটন প্রমাণিত হলে প্রদত্ত সুবিধাদি প্রত্যাহার করা যাবে। সরকার এরূপ ব্যবস্থা গ্রহন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত গাইড লাইন প্রকাশ করবে।

পঞ্চম অধ্যায়
স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদন

৫.১ সমগ্র দেশব্যাপী স্বল্প-ব্যয়ে নিরাপদ যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিতকরণ, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও অধিকতর কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন (কমার্শিয়াল ভেহিকেল) উৎপাদনের উদ্যোগকে টেকসই ও শক্তিশালী করা হবে।

৫.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী উন্নতমানের কমার্শিয়াল অটোপার্টস উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ প্রণোদনা কার্যক্রম চালু করবে।

৫.৩ যোগাযোগের সহজ মাধ্যম রূপে সরকার দেশে তিন-চাকা বিশিষ্ট অটো-রিকশা উৎপাদনের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে। সরকার তিন-চাকাবিশিষ্ট অটোরিকশা উৎপাদন শিল্প কারখানার প্রগতিশীল উৎপাদন প্রণোদনা নিম্নোক্ত দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে শুল্ক সুবিধা প্রদান করবেঃ

৫.৩.১ **"ক্যাটাগরি-১"**: ৪-স্ট্রোক অটো-রিকশা প্রগতিশীল উৎপাদন অর্থ মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনকৃত উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ, যারা কিছু যন্ত্রাংশ স্থানীয় ভেন্ডরদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে এবং বাকি যন্ত্রাংশ দেশের বাইরে থেকে আমদানি করে ৪ স্ট্রোক অটো-রিকশার চেসিস তৈরি করে।

৫.৩.২ **"ক্যাটাগরি-২"**: ৪-স্ট্রোক অটো-রিকশা প্রগতিশীল উৎপাদন অর্থ মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনকৃত উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ, যারা চেসিস প্রস্তুত করার জন্য কিছু সংখ্যক যন্ত্রাংশ স্থানীয় ভেন্ডরদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে কিংবা দেশের বাইরে থেকে আমদানি করে এবং এক বা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ (রিয়ারবডি, শকএবজরবার, ড্রাইভারসিট এনক্লোজার, মাফলার, হুডফ্রেম, সিট) নিজেরাই উৎপাদন করে কিংবা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে ও বাকি যন্ত্রাংশ স্থানীয় ভেন্ডর কিংবা আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে।

৫.৪ বাণিজ্যিক যানবাহন শিল্পের কার্যকারিতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনে উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার জন্য তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৫.৫ বাণিজ্যিক যানবাহনের স্বয়ংসম্পুর্ণ বডি প্রস্তুতকারী কারখানা (ক্ষুদ্র বা বৃহৎ) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বডির ওপর যে পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হবে, চেসিস নির্মাতা দ্বারা প্রস্তুতকতৃ বড়ির ওপরে একই পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হবে।

৫.৬ বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদনকারীগণ (CVMs) উৎপাদিত সকল যানবাহনের মডেল বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অর্থরিটি (BRTA) কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিআরটিএ অনুমোদিত আউট সোসিং এজেন্সির মাধ্যমে যাবতীয় মান ও বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে সনদ প্রদান করা যাবে।

৫.৭ বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদনকারী শিল্পের সরবরাহ চেইন কার্যক্রমকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকার এই শিল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা চালু করবে।

৫.৮ উৎপাদন এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী ও কম্পোন্যান্টস সরবরাহকারীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৫.৯ সরকার স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও কম্পোনেন্টস এর গুণগত মান পরীক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে উৎপাদনকারীদের মানসম্মত টেষ্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করবে।

৫.১০ সরবরাহ চেইন কার্যক্রমে মূল্য সংযোজন, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আমদানি হ্রাসে স্থানীয় উৎপাদন কারখানা গুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনার প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা (Review) কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৫.১১ সরকার বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদনকারী শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত সামগ্রিক সিষ্টেম উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করে পাশাপাশি বিদ্যমান কোম্পানিগুলোতে উক্ত সুবিধা সম্প্রসারণে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫.১২ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সকল বাণিজ্যিক যানবাহনের মান সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় মান প্রণয়ন করা হবে এবং উৎপাদনকারীর জন্য উক্ত মান অনুসরণ বাধ্যতামুলক হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবেশ-বান্ধব যানবাহন উৎপাদন বৃদ্ধি

৬.১ এ নীতিমালার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে যানবাহনের একটি বিরাট অংশ বিশেষ করে প্যাসেঞ্জার এবং বাণিজ্যিক যানসমুহ যথাক্রমে বাস, ট্রাক, থ্রি হুইলার অটো রিক্সা, প্যাসেঞ্জার কার ইত্যাদিকে দ্রুত এনার্জি এফিসিয়েন্সি (EV) পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা।

৬.২ এ নীতিমালা পরিবেশ-বান্ধব বৈদুতিক শক্তি চালিত যানবাহন সংযোজন ও নির্মাণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল প্রকার নিবন্ধিত নতুন যানবাহনের ১৫% হবে পরিবেশ-বান্ধব বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যানবাহন এবং যেগুলো পরিবহণ খাতে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

৬.৩ কৌশলগত বিনিয়োগ এবং দেশীয় বাজারের জন্য উন্নততর প্রযুক্তি অবলম্বন এবং ২০৩০ এর মধ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহন উৎপাদনের (এনার্জি এফিসিয়েন্ট ভেহিকেল) কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে সরকার বিশেষ উৎসাহমুলক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করবে।

৬.৪ কারখানার অবস্থান অর্থনৈতিক অঞ্চল বা তার বাইরে যেখানেই হোক না কেন সরকার জ্বালানি-সাশ্রয়ী যানবাহন (ইইভি) সংযোজনে বিনিয়োগের জন্য অধিকতর আকর্ষণীয় কর সুবিধা যথা কর মওকুফ, ট্যাক্স হলিডে ইত্যাদি প্রদান করবে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে ইইভি সংযোজন উৎসাহিত করার জন্য সরকার এসআরও জারির মাধ্যমে পার্টস ও কপোন্যান্ট আমদানির বিপরীতে শুল্ক ও ভ্যাট হ্রাস সুবিধা ঘোষণা করবে।

৬.৫ দেশে বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত (EV) যানবাহনের ব্যাপক উৎপাদন নিশ্চিতকরন এবং যানবাহন নির্গত বায়ু-দূষণ সর্বোচ্চ পরিমানে হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবেঃ

৬.৫.১ আর্থিক প্রণোদনা- ক্রয় প্রণোদনা, স্ক্র্যাপিং প্রণোদনা, এবং ঋণের সুদ মওকুফ;

৬.৫.২ নির্ধারিত সময়ের জন্য রোডট্যাক্স এবং নিবন্ধন ফি মওকুফ;

৬.৫.৩ চার্জিং স্টেশন স্থাপন এবং অকেজো ব্যাটারি পরিবর্তনের জন্য বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং সরকারি মালিকানায় তথ্যভান্ডার নির্মাণ;

৬.৫.৪ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (BRTA) তে দ্রুত সেবাপ্রদানকারী EV সেল স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যানবাহনের উপকারিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিস্তৃত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.৫.৫ EV ইকোসিস্টেম বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্কিল সেন্টার স্থাপন;

৬.৫.৬ ব্যাটারি পুণঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ইকোসিস্টেম গঠন;

৬.৫.৭ একটি জাতীয় ইলেক্ট্রিক ভ্যাহিক্যাল ফান্ড গঠন (যেখানে যানবাহন কর্তৃক নির্গমিত বায়ু দূষনের কারনে প্রাপ্ত জরিমানার অর্থ, এ সংশ্লিষ্ট কর, ফি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে জমা করা হবে)।

সপ্তম অধ্যায়

নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৭.১ বাস্তবায়নের সময় কাঠামো

অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০ বাস্তবায়ন কাল হবে এর অনুমোদনের তারিখ থেকে পরবর্তী দশ বছর।

নীতিমালাটির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং নতুন উন্নয়ন ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে এ নীতিমালা সংশোধন করা যাবে।

৭.২ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

৭.২.১ জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হবে।

৭.২.২ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং এর গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১১	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)	সদস্য
১৭	নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কতৃপক্ষ	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, বিএসটিআই	সদস্য
১৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	সদস্য
২০	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	সদস্য
২১	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
২২	রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সদস্য
২৩	মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য
২৪	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
২৫	প্রতিনিধি, মেকানিক্যাল প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
২৬	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
২৭	সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বেলার্স ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন (বিমামা)	সদস্য
২৮	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)	সদস্য
২৯	সভাপতি, অটোমোবাইল কম্পোনেন্টস এন্ড এসেসরিস ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশন (ACAMA)	সদস্য
৩০	সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য

৩১	সভাপতি, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টাস এন্ড ডিলারস এসোসিয়েশন (বারভিডা)	সদস্য
৩২	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	সদস্য
৩৩	সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারালর্স এসোসিয়েশন (বিএএএমএ)	সদস্য
৩৪-৩৫	অটোমোবাইল খাতের ২ জন খ্যাতিমান শিল্পপতি (শিল্প মন্ত্রণালয় মনোনীত)	সদস্য
৩৬	উপসচিব (নীতি) শিল্প মন্ত্রনালয়	সদস্য সচিব

৭.২.৩ কাউন্সিল এর প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৭.৩ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিলের দায়িত্বঃ

৭.৩.১ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল জাতীয় এবং সেক্টরাল উন্নয়ন নীতিমালামূহের মধ্যে এ নীতিমালার সংগতি সাধনে সহায়তা করবে এবং এই নীতিমালা বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয় করবে।

৭.৩.২ এ কাউন্সিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে জাতীয় অবস্থান এবং অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

৭.৩.৩ এ কাউন্সিল অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান নীতিমালার প্রভাব পরিবীক্ষণ করবে।

৭.৩.৪ জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতির অগ্রাধিকারসমূহের সাথে হালনাগাদ রাখার জন্য কাউন্সিল অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করবে।

৭.৩.৫ কাউন্সিল বছরে অন্তত দুটো সভা করবে।

৭.৪ অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ

৭.৪.১ জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্নিত সদস্য সমন্বয়ে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করা হবেঃ

১	সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব, (স্বস) শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	অতিরিক্ত সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
৫	অতিরিক্তসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়	সদস্য
৮	মহা পরিচালক বিএসটিআই	সদস্য
৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান,বিসিক	
১২	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
১৫	সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারালর্স এসোসিয়েশন (বিএএএমএ)	সদস্য
১৬	সভাপতি, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টাস এন্ড ডিলারস এসোসিয়েশন (বারভিডা)	সদস্য
১৭-১৮	দুইজন বিশিষ্ট অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোক্তা	সদস্য
১৯	উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৭.৪.২ বাস্তবায়ন পরিষদের কার্যপরিধিঃ

৭.৪.২.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময় সভা আহবান করা যাবে।

৭.৪.২.২ জাতীয় কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ এই শিল্পখাতের বর্তমান শ্রমবাজার, কর্ম পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, অর্থায়ন, প্রণোদনা, তহবিল যোগান সর্বোপরি প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭.৪.২.৩ জাতীয় কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় পরিষদকে অবহিত করবে।

৭.৪.২.৪ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি শাখা এ পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৭.৪.২.৫ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে কিংবা নির্দিষ্ট কাউকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৭.৫ কারিগরি কমিটি

বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস) এর নেতৃত্বে কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে রাখা হবে।

৭.৬ নীতিমালার বহুল প্রচার

৭.৬.১ এ নীতিমালাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং এতে গতি সঞ্চার করার জন্য জাতীয় অটোমোবাইল কাউন্সিলের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০২২/২০২৩ সালকে 'অটোমোবাইল উৎপাদন বছর' হিসাবে ঘোষণা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৭.৬.২ সরকার একটি বিস্তৃত ম্যাপিং কার্যক্রম গ্রহণসহ বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়ন নীতিমালাগুলো চিহ্নিত করবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়নে জটিলতা রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ নীতিমালা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তা পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করবে;

৭.৬.৩ সরকার অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করবে;

৭.৬.৪ সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণসহ অটোমোবাইল শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ও সক্রিয় করার জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় শিল্প মন্ত্রণালয় একটি বিস্তৃত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭.৭ সম্পদ সমাবেশ

৭.৭.১ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.৭.২ সফলভাবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানোর উৎস চিহ্নিত করে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ করা হবে;

৭.৭.৩ সরকারি তহবিল ব্যতীত অন্যান্য উৎস যথাক্রমে উন্নয়ন অংশীদার দেশসমূহ, দাতা সংস্থা, আঞ্চলিক এবং আর্ন্তজাতিক অটোমোবাইল সংগঠনসমূহ এবং বেসরকারি খাতের সংগঠনসমূহ ইত্যাদি থেকেও অর্থ সংকুলান করা যাবে।

৭.৮ শিল্প-সহায়ক পদ্ধতি

৭.৮.১ সরকার নিম্নবর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন সহজতর করে তুলবেঃ

৭.৮.১.১ **আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা:** এ নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য অটোমোবাইল শিল্প সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এসোসিয়েশন এবং এজেন্সি) সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা হবে।

৭.৮.১.২ **ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহায়তা:** অটোমোবাইল শিল্পের টেকসই গতিশীলতা আনয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা খাতের অংশীজনদের সহায়তা নিয়ে সরকার দেশে পুর্নাংগ স্থানীয় উৎপাদনের ভ্যালু চেইন সৃষ্টির প্রয়াস নেবে।

৭.৮.১.৩ **ভেহিক্যাল এসেম্বলার্স ও কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স সহায়তা:**

স্থানীয়ভাবে অটোমোবাইল উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ওইএম কোম্পানী ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারীদের মাঝে অব্যাহত সহায়তাকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে যন্ত্রাংশ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কাংঙ্খিত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়। অধিকন্তু, সরকার এসএমই এবং বৃহৎ সংযোজনকারীদের মধ্যে চুক্তি এবং সহযোগিতা বিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট থাকবে।

৭.৯ অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০ এর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ

৭.৯.১ অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০ এ সন্নিবেশিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে;

৭.৯.২ এ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জাতীয় অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল। কাউন্সিল নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকী এবং এর প্রভাব মূল্যায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

৭.৯.৩ কাউন্সিল এ নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য পন্থাসমূহ নির্ধারণ করবে। অটোমোবাইল শিল্প সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ কর্তৃক পেশকৃত নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনাও পন্থাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

৭.৯.৪ এ নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবংএর প্রভাব পাঁচ বছর অন্তর স্বতন্ত্র পরামর্শক দ্বারা মূল্যায়িত হবে। তবে প্রয়োজন হলে যে কোনো সময়ে এ নীতিমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করা যাবে।

অষ্টম অধ্যায়

৮.০ **উপসংহার**

৮.১ বাংলাদেশের জন্য অটোমোবাইল শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে প্রতিযোগিতামূলক অটোমোবাইল শিল্প প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন প্রয়োগিক দক্ষতা অর্জন। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অটোমোবাইল উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২০ স্থানীয়ভাবে অটোমোবাইল শিল্পের মূল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী ও কম্পোনেন্টস এবং স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনকারীদের সরবরাহ চেইন উন্নয়নের প্রতি আলোকপাত করবে। একটি টেকসই অটোমোবাইল শিল্প প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার জন্য এবং অটোমোবাইল শিল্পকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তা করা হবেঃ

১) গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাপনা;
২) প্রায়োগিক দক্ষতা ব্যবস্থাপনা;
৩) ব্যবসা সহায়ক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;
৪) টেস্টিং এবং ভেলিডেশন সক্ষমতা অর্জন

সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্র: নং	কৌশল/কার্যক্ষেত্র	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ এজেন্সি	সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ	বাস্তবায়ন
কৌশল ১: স্থানীয় পর্যায়ে অটোমোবাইল উৎপাদন কারখানা স্থাপন ও উন্নয়ন					
১	প্রণোদনা বিষয়ক বিধান (কর্পোরেট আয়কর মওকুফ/ট্যাক্স হলিডে)	অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে অটোমোবাইল সংযোজন বা উতপাদন কারখানা স্থাপন জনিত নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেট আয়কর মওকুফ (CIT) ও কর অবকাশ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত এসআরও জারি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	শিল্প মন্ত্রণালয়, BAAMA/ ACAMA	২০২১-২০৩০
২	বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ	বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বিদেশে সেমিনার আয়োজন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনকে সক্রিয় করন বা প্রতিনিধি প্রেরনের মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগ বা টেকনোলজী ট্রান্সফার কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধন।	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভলেপমেন্ট অথরিটি/ বাংলাদেশ কুটনৈতিক মিশন	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ অর্থ নৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ	২০২১-২০৩০
কৌশল ২: অটোমোবাইল শিল্প খাতের বাজার উন্নয়ন					
৩	সরকারী ক্রয়ে স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত যানবাহনের অগ্রাধিকার	সরকারী যে কোন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত (প্যাসেঞ্জার/বাণিজ্যিক) যানবাহন ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান জনিত পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট রুলস ২০০৮ এর সংশোধন জনিত পরিপত্র জারী করা	সিপিটিইউ	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
৪	বিক্রয়োত্তর সেবা সুবিধা উন্নয়ন	বিক্রয়োত্তর সেবা সুবিধার সুনির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন বোর্ড	২০২১-২০২৩
৫		বিক্রয়োত্তর সেবা সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এক্রিডিটেশন সনদ বা লাইসেন্স প্রদান	শিল্প মন্ত্রনালয়	বিআরটিএ / বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
৬	রপ্তানী বাজার উন্নয়ন	দক্ষিণ এশীয় দেশ সমুহের আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্লকের মধ্যে অভিন্ন রুলস অব অরিজিন নির্ধারণ এবং নন-ট্যারিফ বাঁধা দূর করার জন্য নেগোসিয়েশন কার্যক্রম গ্রহন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়	২০২১-২০৩০
কৌশল ৩: স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ/ কম্পোনেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রসার					
৭	স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি; যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি	স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, অত্যাধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুবিধা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহন;	বিটাক/বাংলাদেশ ব্যাংক/শিল্প মন্ত্রণালয়	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২০২১-২০২৫
৮		স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, টেকনোলোজি উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন, উন্নতমানের মোল্ড, ডাই, জিগ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তৈরীতে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/ অর্থ বিভাগ/ বাংলাদেশ ব্যাংক/ বিটাক/ শিল্প মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
৯		স্থানীয় উৎপাদনকারী এবং বিদেশি পার্টস সাপ্লায়ার এর সাথে সংযোগ ঘটানোর লক্ষ্যে বার্ষিক মেলা বা সেমিনার আয়োজন	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রনালয়	২০২১-২০৩০
১০		উন্নতমানের যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে দেশীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংযোগ সৃষ্টি ও বিনিয়োগে সহায়তাকরণ	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কতৃপক্ষ/ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ	শিল্প মন্ত্রনালয়/ ACAMA/ BAAMA/ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২০২১-২০৩০
১১	লোকাল কন্ট্রিবিউশন গাইড লাইন প্রণয়ন	অটোমবাইলের যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সুবিধা ও কারিগরি গুরুত্বের ভিত্তিতে লোকাল কন্ট্রিবিউশন গাইড লাইন প্রকাশ	শিল্প মন্ত্রণালয়	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ/ বিআরটিএ	২০২১-২০২৩

ক্র: নং	কৌশল/কার্যক্ষেত্র	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ এজেন্সি	সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ	বাস্তবায়ন
কৌশল ৪: প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনা					
১২	একটি রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রস্তুত	রিকন্ডিশনড গাড়ি ব্যবসা পরিচালনা ও স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সহায়তাকরনের সুবিধার্থে শিল্প মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে একটি রিকন্ডিশন গাড়ি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রস্তুত করণ	পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়	বিআরটিএ/সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০২৩
১৩	যানবাহনের Scrapping Policy (স্ক্রেপিং পলিসি) প্রণয়ন	3R (Reduce, Reuse, Recycle) মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যানবাহনের End of Life নীতি সংশ্লিস্ট একটি Scrapping Policy (স্ক্রেপিং পলিসি) প্রণয়ন করা	পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়	বিআরটিএ/সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০২৩
কৌশল ৫: যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ও পরিদর্শন পদ্ধতি (ফিটনেস পরীক্ষা) শক্তিশালীকরণ					
১৪	বিদ্যমান আইন বিধি বিধান ও স্ট্যান্ডার্ড পর্যালোচনাকরণ	যানবাহনের নিরাপত্তা, গুণগত মান ও গাড়ির বায়ু নির্গমণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের সাথে বিদ্যমান আইনের বিধানসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা পুর্বক সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।	বিআরটিএ-সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০২৪
কৌশল ৬: গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রগতি সাধন এবং ডিজাইন /টেস্টিং সুবিধার উন্নয়ন					
১৫	বাংলাদেশ অটোমোবাইল ইনষ্টিটিউট স্থাপন	অটোমোবাইল শিল্পের গবেষণা, টেকনোলোজি ট্রান্সফার, ভেহিকল টেস্টিং ও মানব সম্পদ উন্নয়নে দেশে আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশ অটোমোবাইল টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা	শিল্প মন্ত্রণালয়	BAAMA/ ACAMA/ বিএসটিআই/ বিএসইসি	২০২১-২০২৪
১৬	গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, ডিজাইন ও টেস্টিং ফ্যাসিলিটি উন্নতকরনে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান	স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাৎসরিক কমপক্ষে ১% বেশী অবদানে সক্ষম প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়ন, ডিজাইন ও টেস্টিং ফ্যাসিলিটি উন্নতকরন কার্যক্রমের অনুকুলে কর মওকুফ সুবিধা প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	BAAMA/ ACAMA/ বিএসটিআই	২০২১-২০৩০
কৌশল ৭: অটোমোবাইলের গুণগত মান নির্ণয় ও কার্যকরকরণ পদ্ধতি (নিরাপত্তা, উৎকর্ষতা, নিঃসরণ ইত্যাদি)					
১৭	অটোমোবাইল মান তৈরী	অটোমোবাইল শিল্পের বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন (প্যাসেঞ্জার কার, থ্রি-হুইলার, বাস, ট্রাক, ট্রাক্টর, এমবুল্যান্স /বাস বডি/ ট্রাক বডি ইত্যাদির মান প্রণয়ন)	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০২৩
১৮	ভেহিকল হোমোলগেশন পদ্ধতি প্রবর্তন	International Vehicle Type Approval System এর সদস্যপদ লাভের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০২৫

ক্র: নং	কৌশল/কার্যক্ষেত্র	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ এজেন্সি	সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ	বাস্তবায়ন
কৌশল ৮: অটোমোবাইল শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়ন					
১৯	শিল্প উন্নয়ন সহযোগী প্রবাসী ওয়ার্ক পারমিট পলিসি	স্থানীয় অটোমোবাইল উৎপাদন কারখানা/স্থানীয় অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদন কারখানায় নিয়োজিত স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা কারী বিদেশি কর্মীদের সহজী প্রবাসী ওয়ার্ক পারমিট নীতি প্রণয়ন	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২০২১-২০২৩
২০	মডেল পলিটেকনিক স্কুল/ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন	অটোমোবাইল শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষন কর্মসুচী গ্রহণ, যাতে মডেল পলিটেকনিক স্কুল/ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট মান সম্মত অটোমেকানিক, ইঞ্জিনিয়ার, মেরামত কর্মী তৈরী করা যায় খ) উন্নত কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন ও মডেল পলিটেকনিক স্কুল/ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট সমুহে পাঠদান	শিক্ষা মন্ত্রনালয়/ মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	শিল্প মন্ত্রনালয়/ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ BAAMA/ ACAMA	২০২১-২০৩০
২১	দক্ষতা পরিমাপক ব্যবস্থা চালুকরন	দক্ষ ওয়েল্ডার, পেইন্টার, যানবাহন মেরামতকারী ও মেইনটেন্যান্স কর্মী তৈরী ও পরিমাপে দক্ষতা বিষয়ক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	শিল্প মন্ত্রণালয়/ BAAMA/ ACMA	২০২১-২০২৪
২২	মানব সম্পদ উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান	অটোমোবাইল এসেম্বলার্স ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কর রিবেট সুবিধা প্রদান	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	শিল্প মন্ত্রলয়/ BAAMA/ ACMA	২০২১-২০৩০
কৌশল ৯:বিনিয়োগ উন্নয়ন/ ব্যবসা পরিবেশ					
২৩	বাণিজ্য নিষ্পত্তি সহজীকরন	বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহের কাচামাল/পণ্য আমদানী খালাসের ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের সুযোগ সৃষ্টি	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
২৪	ব্যবহৃত মেশিনারী আমদানী নীতি সহজীকরন	অটোমোবাইল শিল্পে ব্যবহার উপযোগী পুরাতন মেশিনারী, উপকরন ও অন্যান্য মুলধণী যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে নীতিমালা সহজ করা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২০২১-২০৩০
২৫	বৈদেশিক ঋণ সুবিধা সহজীকরণ	বৈদেশিক ঋণ সুবিধা গ্রহনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	২০২১-২০৩০
২৬	শুল্কায়ন সেবার গতি দ্রুতকরন	অটোমোবাইল শিল্পের কল্যাণে Authorized Economic Operator system'কে বেগবান করা ও এর পরিসর বৃদ্ধি করা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
২৭	জমির সহজলভ্যতা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন	রাস্তা সংযোগ বা অবকাঠামোগত সুবিধা সম্বলিত অটোমোবাইল ক্লাষ্টার গঠণে বিসিক শিল্পপার্কে বা অর্থনৈতিক অঞ্চলে অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোক্তাদের সহজে ও সুলভ মুল্যে জমি বরাদ্দকরন বা লীজ প্রদান	বিসিক/ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০

ক্র: নং	কৌশল/কার্যক্ষেত্র	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ এজেন্সি	সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ	বাস্তবায়ন
পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদন					
২৮	থ্রী হুইলার অটোরিকসার উৎপাদন	তিন-চাকা বিশিষ্ট অটোরিকশা উৎপাদন শিল্প কারখানার প্রগতিশীল উৎপাদন প্রণোদনা	বিআরটিএ	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	২০২১-২০৩০
২৯	কারখানায় টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন	বাণিজ্যিক যানবাহন উৎপাদনকারী কারখানায় টেষ্টিং ল্যাব স্থাপনে সহায়তা প্রদান	বিএসটিআই	শিল্প মন্ত্রনালয়	২০২১-৩০
ষষ্ঠ অধ্যায় : পরিবেশ-বান্ধব যানবাহন উৎপাদন বৃদ্ধি					
৩০	EEV এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন	EEV এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সুষ্ঠু (বিদ্যুৎ-চার্জিং স্টেশন) বিকাশ লাভে সরকারী বাজেট সংরক্ষন।	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০৩০
৩১		পিপিপি পদ্ধতির মাধ্যমে EEV এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কনসেশনাল ঋণ সুবিধা এবং আর্থিক সংস্থান এর ব্যবস্থা করা।	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	বাংলাদেশ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/অর্থ বিভাগ	২০২১-২০৩০
সপ্তম অধ্যায়: নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন					
৩২	অটোমোবাইল উৎপাদন বছর ঘোষণা	অটোমোবাইল শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ, ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য ২০২২/২০২৩- অর্থবছর'কে অটোমোবাইল উৎপাদন বছর ঘোষণা করা।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০২২
৩৩	অটোমবাইল সংযোজন কারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন	সিকেডি সংযোজনকারী বা যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন এর ভিত্তিতে শুল্ক ছাড় ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান বা বাতিলকরণের জি.ও জারী	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	শিল্প মন্ত্রণালয়	২০২১-২০২৫